মনুসংহিতা

।। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।।

[মূল (বাংলা ও দেবনাগরী হরফে), অন্বয়, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ, কুল্লূকভাষ্য ও তার বঙ্গানুবাদ, তত্ত্ববোধিনী ও ব্যাকরণগত আলোচনা সহ]

সম্পাদনা ঃ

অধ্যাপক ড. অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী

এম.এ., পি.এইচ.ডি.,

কাব্যতীর্থ, পুরাণরত্ন, সাহিত্যবিনোদ, আবৃত্তিপ্রজ্ঞাকর,

রীডার, সংস্কৃত বিভাগ,

ভট্টর মহাবিদ্যালয়, দাঁতন, মেদিনীপুর

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন স্নাতক পাঠ্যসূচীতে (২০০৩-২০০৪) মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ্য নয়, ১৬৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত পাঠ্য। আমার সম্পাদিত এই বইয়ে আরও কয়েকটি শ্লোক (১৭৩ পর্যন্ত) অতিরিক্ত আলোচিত হয়েছে দুয়েকটি আনুষঙ্গিক পাঠ্য বিষয়কে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। নতুন পাঠক্রমে বইয়ের অভাব থাকে। তাই অভয়দা-সংস্কৃত বুক ডিপোর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় অভয় বর্মন আমাকে এ বিষয়ে বই লিখতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপর আলোচনামূলক গ্রন্থ আমার কাছে ছিল না। আমার ছাত্র রামকৃষ্ণ ওঝা পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন রায়ের ইংরেজীতে সম্পাদিত মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি খণ্ডিত গ্রন্থ এনে দেয়; খণ্ডিত, কারণ সেই গ্রন্থে ১০২ শ্লোক পর্যন্ত ছিল। অন্য কোন সম্পাদিত গ্রন্থ আমার হাতে আসে নি। তাই এর উপর পাঠ্য বিষয়ের বই তৈরি করতে যথেষ্ট শ্রম ও সময় দিতে হয়েছে। তার উপর আমার বহুবিধ কাজের চাপ তো আছেই। যে-বই অনেক আগেই বেরোনো উচিত ছিল, বিলম্বে হলেও, তার প্রকাশ ঘটছে—এই আমার কাছে খুশীর খবর। এজন্য অভয়দার নিরন্তর উৎসাহ-ই দায়ী।

ইতিপূর্বে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা-শৈলী এখানেও অনুসরণ করেছি। আশা করি ছাত্রছাত্রীদের এতে উপকার হবে। বই লেখার কাজে আমার সহকর্মিগণ সর্বদাই প্রেরণা দিয়েছেন। বাড়ীর লোকজন-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা-অর্চনা, অগ্নিভ ও অহনা অতিমাত্রায় সহনশীল না হলে এ কাজ করার সাধ্য আমার ছিল না। যাদের জন্য এই শ্রম, সেই ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে সে শ্রম সার্থক হবে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামত আমি বিনীতভাবে কামনা করি—**'আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।'**

—সম্পাদক

মধুরম্
দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ-